ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক): সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) রাজধানী ঢাকাসহ এর আওতাধীন এলাকাকে পরিকল্পিত, বাসযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব শহরে পরিণত করার লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত। ১৯৮৭ সালে রাজউক গঠিত হওয়ার পর এর আওতাভুক্ত এলাকা ১৫২৮ বর্গকিলোমিটারে উন্নীত করা হয় তখন ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ লাখ এবং বর্তমানে প্রায় তিনগুণ (প্রায় ২ কোটি)। ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ভূমি ব্যবহার ও শহরের প্রবৃদ্ধির গ্রহণযোগ্য মাত্রা ও ধরন বজায় রেখে পরিকল্পিত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সেবামুখী, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রাজউকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নগর উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তবে রাজউকের অন্যতম কাজ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ দুর্নীতি ও অনিয়মের নানা অভিযোগ রয়েছে। এর বাইরে রাজউকের আওতাধীন বিস্তীর্ণ এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়নে রাজউকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ঘাটতির কারণে এর ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। নির্মিত ইমারতের অগ্নি নিরাপত্তা ও ভূমিকম্প সহনশীলতাসহ মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঘাটতির ফলে বিগত কয়েক বছরে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনা (যেমন রানা প্লাজা ধ্বস, এফ আর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি) ব্যাপকভাবে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। উল্লেখিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণের নির্ধারিত বিধির লঙ্ঘন ও অপরিকল্পিত নগর উন্নয়নকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজউকের সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সার্বিকভাবে রাজউকের সুশাসন বিষয়ক গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া ২০০৬ সালে রাজউকের ওপর পরিচালিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর গবেষণায় ইমারত নির্মাণে বিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি উঠে এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো রাজউকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণার কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে সেগুলো হলো:

- সুশাসনের ক্ষেত্রে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা;
- বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা; এবং
- অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ রাজউকের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজউকের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, অবকাঠামো, লজিস্টিক্স, দক্ষতা, নিরীক্ষা, বাজেট ইত্যাদি), ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন (ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান- ড্যাপ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন ও নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। রাজউক এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন- রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, সেবাগ্রহীতা, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, প্রকৌশলী ও নকশাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিক এর নিকট হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, রাজউকের বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: গবেষণাটিতে নভেম্বর ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি, ছাড়পত্র এবং নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি, নকশা বাস্তবায়নে আইন ও বিধির লঙ্ঘন, প্রকল্প সম্পর্কিত সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: রাজউকের সেবার ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় স্তরেই দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। বর্তমানে রাজউকে নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকে গুরুত্ব না দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে অধিক গুরুত্বারোপ করা এবং আবাসন ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও তা বরাবর উপেক্ষিত থেকে গেছে। রাজউকের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, নকশা অনুমোদন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ সকল সেবা ও এ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানে সেবাগ্রহীতাদেরকে হয়রানি এবং তাদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। দুর্নীতির ক্ষেত্রে রাজউক কর্মকর্তা ও দালাল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন প্রকৌশলী ও নকশাবিদ, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ইত্যাদি) এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত স্পষ্ট। ফলে রাজউক কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া ঢাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা রোধ করে ঢাকাকে অধিক বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে ড্যাপ সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এ বিষয়গুলো গুরুত্ব না দেওয়া এবং এক্ষেত্রে সংবেদনশীল ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। রাজউক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ড্যাপ পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে বন্যা বা উপ-বন্যা প্রবাহ অঞ্চলে হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ করলেও এ ব্যাপারে জবাবদিহিতা না থাকা, রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বারবার ড্যাপ সংশোধন এবং সংশোধন অব্যাহত থাকায় ড্যাপ চূড়ান্তকরণে দীর্ঘসূত্রতা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা ও দুর্নীতির পেছনে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি, আইনি সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব,অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ না করার প্রবণতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রাজউকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে টিআইবি ১৪ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। সুপারিশসমূহের মধ্যে আইন সংক্রান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো-

আইন সংক্রান্ত

আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। যেমন:

- নগর উন্নয়ন (টাউন ইম্প্রুভমেন্ট) আইন, ১৯৫৩ এর আওতায় পরিষদে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি রাখার বিধান রাখতে হবে;
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর আওতায় ছয় তলার ঊর্ধ্বে নির্মিত ইমারতকে বহুতল ভবন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
- ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ভূমি বরাদ্দ) বিধিমালা, ১৯৬৯ এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা যেন প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রাখতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সুপারিশ হলো - আইনের যথাযথ সংশোধন করে রাজউকের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক, নিরপেক্ষ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়িত ও প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; সেবা সহজীকরণে রাজউকের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং ইমারত নকশাসহ বিভিন্ন নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা; মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কমিটির ড্যাপ রিভিউ কার্যক্রম বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে ডিএমডিপি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অবিলম্বে ড্যাপ চূড়ান্ত করতে হবে। **স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে সুপারিশ হলো** - ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল করা (নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট ইত্যাদি); তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা এবং সেবার মূল্য উল্লেখপূর্বক সকল কার্যালয়ে উন্মুক্ত স্থানে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করতে হবে।

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সুপারিশ হলো - রাজউকের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি বৃদ্ধি করা এবং দালাল কর্তৃক হয়রানি বন্ধ করতে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; **শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে সুপারিশ হলো** - রাজউকের কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয় ও সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অংশীজনের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত